৪৪.৭ মানবাধিকার-আন্দোলনসমূহ (Human Rights Movements)

ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি বর্তমানে বিশেষ উজ্জীবিতভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ-আয়োজন ও উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে স্বতঃপ্রবৃত্ত মানবাধিকার-সংস্থাসমূহ গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত স্বেচ্ছাধীন সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের সুবাদে এ দেশে উদ্ভব হয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্দোলন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে মানবাধিকার সম্পর্কিত এই সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে নতুন এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশ-পরিমণ্ডল।

স্বাধীন ভারতে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনসমূহকে সাধারণত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় : জরুরী অবস্থার আগের পর্যায় এবং জরুরী অবস্থার পরের পর্যায়। জরুরী অবস্থার আগে সংঘটিত মানবাধিকার আন্দোলনসমূহের ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ কোন সমীক্ষা বা বিবরণ পাওয়া যায় না। কমিউনিস্টদের উপর রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'নাগরিক স্বাধীনতা কমিটি' (Civil Liberties Committee) গঠন করা হয়। এ বিষয়ে নীলাঞ্জন দত্ত (Nilanjan Dutta)-র *From Subject to Citizen* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে। এই সময় নকশালবাড়ী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। নকশালদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য সরকার নকশালের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন শুরু করে। এই সময় সমাজের নিপীড়িত অংশের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। সমাজের এই সমস্ত অবদমিত জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য ন্যায় ও সাম্যের দাবি তুলে ধরা হয়।

ভারতে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের ধারার সূত্রপাত ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আভ্যন্তরীণ কারণে জরুরী অবস্থা জারি করেন। এই জরুরী অবস্থা অব্যাহত থাকে ১৯৭৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময় সংবাদপত্র, রাজনীতিক আন্দোলন, নাগরিক অধিকার প্রভৃতির উপর অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ, সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে নির্বিচারে দেশের মানুষকে বিশেষকরে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে; সংবাদপত্রের প্রকাশনার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়েছে; আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (MISA—Maintenance of Internal Security Act), বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং চোরাচালান ও মজুতদারী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে 'কাফেপোসা' (COFEPOSA—Conservation of Forreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities) প্রভৃতি আইনের নির্বিচারে অপব্যবহার করা হয়েছে। তারফলে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাসমূহের উপর অনভিপ্রেত আক্রমণ নেমে এসেছে। এই অবস্থায় ভারতব্যাপী প্রবল প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘনশ্যাম শা (Ghanshyam Shah) তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : ''The liberal intelligentsia was shocked by the realisation of the 'built-in authoritarian proclivities within the political system, and the pitfalls endemic in any assumption of the durability of the democratic process, as heretofore. This shaped the intellectual and political milieu that led to the origin of the civil and democratic rights movement in its present shape.''

এই প্রতিক্রিয়ার পরিণামে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত ক্রিয়াকারীরা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত স্বতপ্রণোদিত সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে সক্রিয় হয় এবং উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনাসমূহকে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশের ব্যাপারে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত স্বেচ্ছাধীন সংস্থাসমূহ সংগঠিতভাবে সক্রিয় হয়। এই সমস্ত গোষ্ঠী ও সংস্থাসমূহ ভারতে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে বা সংগঠিত হয়েছে। মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত এই সমস্ত সংগঠনের পরিচয় পাওয়া দরকার।

(১) নাগরিক স্বাধীনতাসমূহের জন্য জনগণের ইউনিয়ন (PUCL—Peoples Union for Civil Liberties)—এই সংগঠনটির শাখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। (২) গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের জন্য জনগণের ইউনিয়ন (PUDR—Peoples Union for Democratic Rights)—এই সংস্থাটি দিল্লিতে অবস্থিত। এই সমস্ত সংগঠনের আনুষ্ঠানিক বা সাধারণ শাখা বা সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মের জাল বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে আছে। শাখা সংগঠনগুলির নামও অভিন্ন। তবে শাখা সংগঠনগুলি স্বশাসিত। (৩) কলকাতায় অবস্থিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সংস্থাটির নাম এ. পি. ডি. আর. (APDR); পঞ্জাবে অবস্থিত সংস্থাটির নাম এ. এফ. ডি. আর. (AFDR); মুম্বাই-এ অবস্থিত সংস্থাটির নাম সি. পি. ডি. আর. (CPDR); হায়দ্রাবাদে অবস্থিত সংস্থাটি হল এ. পি. সি. এল. সি. (APCLC) প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু সংগঠনের নাম করা দরকার। এগুলি হল : গুজরাটের লোক অধিকার সংঘ; নাগাল্যাণ্ডে মানবাধিকারের জন্য নাগা জনগণের আন্দোলন; দিল্লী, মুম্বাই ও অন্যান্য জায়গায় গণতন্ত্রের জন্য নাগরিক বৃন্দ। এই সমস্ত সংগঠন সদস্য-ভিত্তিক নয়। এদের সভাপতি, সচিব, আহ্বায়ক প্রভৃতি পদাধিকারী থাকে। এই সমস্ত সংগঠনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য, কার্যাবলী বা সংবিধান সব সময় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি সমষ্টিগতভাবে সক্রিয় হয়। অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি, উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই সমস্ত কমিটি অনেক সময় সরাসরি সংগ্রামের সামিল রাজনীতিক গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সরকারের মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত সংগঠন সম্পর্কে ঘনশ্যাম শা (Ghanshyam Shah) তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : ''They have an adhoc character in terms of organisation and functioning. Such loose organisational structures may provide flexibility for undertaking activities. But they may lack continuity of members and activities.''

মানবাধিকার সংরক্ষণের সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলি সংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক। এই আন্দোলনগুলি হল : চিপকো আন্দোলন; নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন; মাদকাশক্তি নিবারণের স্বেচ্ছাধীন কেন্দ্রসমূহ; মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রতিরোধমূলক সংগঠনসমূহ; সাথিন আন্দোলন প্রভৃতি। এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুব মঞ্চ ও মোর্চার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত সংগঠন-সংস্থা, মোর্চা-মঞ্চ, গোষ্ঠী বা আন্দোলন মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পুলিশ বাহিনী, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, সরকারের অন্যান্য সংস্থা এবং প্রাধান্যকারী জাতি ও শ্রেণীসমূহের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠনসমূহ নিজেদের ছ'-সাতজন ক্রিয়াকারীকে নিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানমূলক একটি দল বা টিম গঠন করে। এই টিম ঘটনার জায়গায় সরেজমিন তদন্ত করে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের যারা শিকার হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করে। এই টিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী এং গণ-মাধ্যমসমূহের সঙ্গে কথা বলে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এই সব প্রতিবেদন গণ-মাধ্যমসমূহের সাহায্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যায়-অবিচারের ঘটনাসমূহ পার্লামেণ্ট, বিধানসভা, সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। গণ-স্বাক্ষর, আন্দোলন, ধর্ণা, মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদপত্র প্রেরণ প্রভৃতি উপায়-পদ্ধতির মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। তা ছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের সমস্যাদির সুরাহার স্বার্থে বিচার বিভাগীয় সুরাহার জন্য মানবাধিকার সংগঠনসমূহ অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমা করে।

এই সমস্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাসীন সরকার এই সমস্ত প্রতিবেদন গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। কারণ জনসাধারণের মধ্যে এই সমস্ত প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতার মান ও মাত্রা বেশ বেশী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচার সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ বিশেষভাবে যত্নবান হয়। অন্যায়-অবিচারের যে ক্ষেত্রগুলিতে সমীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন তৈরী করা হয় সেগুলি হল শিশু শ্রমিক, শিশুর অপব্যবহার, নারী নির্যাতন, পণ-মৃত্যু, সমাজের দুর্বল শ্রেণীসমূহের উপর নির্যাতন, চোরাই চালান, বন্দীদের উপর নির্যাতন, পুলিশী নির্যাতন, পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু প্রভৃতি। বস্তুত এই সমস্ত সংস্থা-সংগঠন

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান-সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার ব্যাপারে এই সমস্ত সংঘ-সংগঠন ও আন্দোলনের সাফল্য অনস্বীকার্য।

মানবাধিকার সংরক্ষণের সহায়ক শক্তি হিসাবে ভারতের মানুষের মধ্যে মানবাধিকারের ব্যাপারে সচেতনা বৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবাধিকারের ব্যাপারে জনসচেতনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে, মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কেও সচেতনতাও বৃদ্ধি পাছে। এই জন-সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রশাসনিক বা সরকারী কর্তৃপক্ষ মানবাধিকারের ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও সদর্থক আন্দোলন সংগঠিত ও শক্তিশালী হচ্ছে। তবে ভারতে মানবাধিকার-আন্দোলন এখনও পুরোপুরি সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়নি। তাই সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল ঘটনার বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিলক্ষিত হয় না। তবে মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনসমূহের সূচনা সন্তোষজনক এবং মানবাধিকার - আন্দোলনের বিকাশ ও বিস্তার উল্লেখযোগ্য।

অ্যামনেস্‌টি ইন্‌টারন্যাশনাল (Amnesty International)-এর মত মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতে মানবাধিকারের বর্তমান অবস্থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতাশাজনক হিসাবে চিত্রিত করেন। আবার বিভিন্ন পশ্চিমী শক্তিও নিজেদের জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারতকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে থাকে। এই সমস্ত পশ্চিমী শক্তি তৃতীয় বিশ্বের ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থ-রাজনীতিক অবস্থার উপর তাদের নয়া-ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য মানবাধিকার সম্পর্কিত তাদের ধারণা চাপিয়ে দিতে চায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানও ভারতের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ব্যাপারেই সোচ্চার হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ব্যাপারে পাকিস্তান কখনই কোন কথা বলেনি। বাস্তবে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি বর্তমান ভারতে আগের মত অবহেলিত বা হতাশাজনক নয়। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘ-সংগঠন, গোষ্ঠী ও আন্দোলনের কথা বাদ দিলেও ছদ্মবেশে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়াকারী বর্তমান। এই সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চরমপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে পরিচিত।

ভারতে মানবাধিকারের বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা বর্তমান। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার নজিরও আছে। মানবাধিকারের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির ঘটনাও আছে। ভারতে মানবাধিকারের ব্যাপারে এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু মানবাধিকারের বিদেশী সংস্থাসমূহ বা এ দেশের সমালোচকরা ভারতে মানবাধিকারের অবস্থার বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত যুক্তি দেখান তা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। সাম্প্রতিক কালে ভারতে মানবাধিকারের অবস্থা আগের মত হতাশাজনক বা নৈরাশ্যমূলক নয়। মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সকল পর্যায়ের সরকার সম্যকভাবে সতর্ক। মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকারের উপর বিশ্বজনমতের যেমন চাপ আছে, তেমনি ভারতীয় জনমতের চাপও আছে। তারফলে সরকারের দিক থেকে সদর্থক ও সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের সদর্থক ও সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনসমূহের প্রতিষ্ঠার কথা বলা যায়। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা জায়গায় মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন সক্রিয় সংগঠন ও গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত কিছুর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে মানবাধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের সংরক্ষণের সহায়ক উন্নততর পরিবেশ - পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে জনসাধারণের মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা এখনও আছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা অতিমাত্রায় অন্ধকারময় বা হতাশাজনক, এমন কথা বলা যায় না। ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিধি-ব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছে। সংবিধানে দেশের মানুষের জন্য বিবিধ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের ব্যাপারে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সরকার অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকারীরা এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ সক্রিয়ভাবে এই সমস্ত মানবাধিকার আন্দোলনের সামিল হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও বিশেষভাবে শক্তিশালী। ভারতের আদালতের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আছে। বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদালত আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে এবং করে। জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার মাধ্যমেও আদালত মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং করে। এসব ছাড়াও সাম্প্রতিককালে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তা ছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC—National Human Rights Commission) -এর প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে আরও একটি সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হয়। ভারতের মানুষের মানবাধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংগঠিত আন্দোলনসমূহ অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই কমিশনের ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।